দৈনিক
ভোরের কাগজ

তারিখ 17 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৮২ কলাম ২

কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের সহায়তায় দুর্নীতিবাজদের অবৈধ সার্টিফিকেট বাণিজ্য!

কবির আহমেদ খান

৭০ অবৈধ হেলথ টেকনোলজি প্রতিষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে সরকার

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া স্বাস্থ্য প্রযুক্তি ও সেবা শিক্ষাক্রম চলার বিধান না থাকলেও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে দেশে বেআইনীভাবে পরিচালিত হচ্ছে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি। স্বাস্থ্য অধিদফতর এ রকম ৭০টি প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করে তাদের কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। দেশের আনাচেকানাচে নামসর্বস্ব এসব চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রমের নামে দেদার চলছে সার্টিফিকেট বিক্রির বাণিজ্য। জানা গেছে, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অপসারিত চেয়ারম্যান ইদ্রিস আলীসহ কতিপয় কর্মকর্তার যোগসাজশে অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে এ ধরনের হেলথ টেকনোলজি প্রতিষ্ঠানের অনুমতি দেয়া হয়। স্বাস্থ্য অধিদফতর সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এসব বেআইনী প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত সার্টিফিকেট সরকারী ও বেসরকারী কোন পর্যায়েই গ্রহণযোগ্য হবে না বলে সতর্ক করে আসছে। এর পরও চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো সার্টিফিকেট বিক্রি করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করে নিচ্ছে অঢেল অর্থ।

স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের অধিভুক্তি ছাড়া ভূয়া মেডিক্যাল টেকনোলজি ইনস্টিটিউটে অবৈধভাবে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে, যার সনদপত্র সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের

(১২-এর পাতার পর)

চাকরির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।

গত ৮ মে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আইন মন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে কারিগরি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউটগুলোকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। বলা হয়, এগুলোর আইনগত কোন বৈধতা নেই। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হেলথ টেকনোলজির ওপর ৬ মাস থেকে ২ বছরের এসব কোর্স চালুর অনুমতি দিয়ে আসছিল। কিন্তু বিএমডিসি এ্যাক্ট অনুযায়ী কোনভাবেই চিকিৎসা শিক্ষা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান চালুর অনুমোদন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বাইরে কেউ দিতে পারে না। আন্তঃমন্ত্রণালয়ের ওই বৈঠকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের দেয়া অনুমোদন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে প্রতীয়মান হয়, যার দায়ভার কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে নিতে হবে।

এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. খন্দকার সিফায়েত উল্লাহ বলেছেন, এটা স্রেফ প্রতারণা। এর মাধ্যমে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। আইনগতভাবে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হেলথ টেকনোলজি প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিতে পারে না। তিনি জানান, ২০০২ সাল থেকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এই ধরনের প্রতিষ্ঠান চালুর অনুমতি দিয়ে আসছিল। প্রথমে ৩৪টি প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা গেলেও পরবর্তী এক বছরে আরও ৩৬টির মতো চিহ্নিত করা হয়। এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

বাংলাদেশ ডিপ্লোমা হেলথ টেকনোলজিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব সেলিম মোল্লা বলেছেন, চিকিৎসা শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা প্রদান অতিমাত্রায় সংবেদনশীল শিক্ষা যা জনসাধারণের জীবন– মরণের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। তিনি অবৈধভাবে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দিয়ে কারিগরি বোর্ড চেয়ারম্যানসহ যারা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

তিনি বলেন, এই শিক্ষার ধরন ও পদ্ধতি অন্যান্য শিক্ষাক্রম থেকে আলাদা। বাংলাদেশে মেডিক্যাল টেকনোলজি কোর্স ১৯৬৩ সাল থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের অধিভুক্ত হিসাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া চিকিৎসা শিক্ষা সংক্রান্ত কোন কোর্স পরিচালনা করা অবৈধ। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে সার্টিফিকেট বিক্রির কেন্দ্র হিসাবে। যার ফলে মেডিক্যাল টেকনোলজি শিক্ষার মান নিম্নমুখী হচ্ছে এবং জনসাধারণ প্রতারিত হচ্ছে। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের অধিভুক্ত ২৪টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

গত বছরের ১০ জুলাই জারিকৃত এক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিতে স্বাস্থ্য অধিদফতর বলেছে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া অবৈধভাবে চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা জনগণকে প্রতারণার শামিল। বিএমডিসি এ্যাক্ট ১৯৮০-এর ৩১ ধারায় উল্লেখ রয়েছে, 'কোন ব্যক্তি সরকারের অনুমোদন ছাড়া শল্যবিদ্যাসহ চিকিৎসাশাস্ত্র, ধাত্রীবিদ্যা, সেবিকাবৃত্তি, ভেষজকর্ম ও ধাত্রীবিদ্যায় কোন পাঠ্যসূচী সংগঠন করতে অথবা প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন না এবং সনদপত্র, লাইসেন্স, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রী প্রদান করতে পারবেন না। এই ধারা লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি হিসেবে জরিমানাসহ দু'বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে এবং এই লঙ্ঘন যদি চলতেই থাকে তবে লঙ্ঘনের সময়কালের প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত পাঁচ শ' টাকা করে জরিমানা আদায় করা হবে।